নারীদের তাফসিরুল কুরআন

রচনা
মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ

সম্পাদনা
আশরাফুল হক

প্রকাশনায়
রাহনুমা প্রকাশনী™

নারীদের তাফসিরুল কুরআন-৩

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
কুরআন তেলাওয়াতের গুরুত্ব ও ফজিলত	৩০
কুরআন তেলাওয়াতের আদব	৩৪
সুরা বাকারা	৪১
সুরার নামকরণ	৪১
সুরার ফজিলত	৪২
আয়াত : ১৭৮	৪৪
শব্দার্থ ও অনুবাদ	৪৪
আলোচ্য বিষয়	৪৫
শানে নুজুল	৪৫
তাফসির	৪৬
আয়াত থেকে প্রমাণিত বিধান	৪৬
আয়াত থেকে শিক্ষা	৪৭
আয়াত : ১৮৭	৪৭
শব্দার্থ ও অনুবাদ	৪৮
আলোচ্য বিষয়	৪৯
শানে নুজুল	৪৯
তাফসির	৫০
বিবাহ সতিত্ব রক্ষার উপায়	৫১
রোজার ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করার নির্দেশ	৫১
আয়াত থেকে প্রমাণিত বিধান	৫১
আয়াত থেকে শিক্ষা	৫৩
আয়াত : ২২১	৫৩
শব্দার্থ ও অনুবাদ	৫৩
আলোচ্য বিষয়	৫৪

তাফসির	৫৪
বিবাহে ঈমান ও ইসলামের গুরুত্ব	৫৫
আহলে কিতাবদের সাথে বিয়ে	৫৫
আয়াত থেকে প্রমাণিত বিধান	৫৮
আয়াত থেকে শিক্ষা	৫৮
আয়াত : ২২২	৫৮
শব্দার্থ ও অনুবাদ	৫৮
আলোচ্য বিষয়	৫৯
শানে নুজুল	৫৯
তাফসির	
ঋতুকালীন সহবাস হয়ে গেলে করণীয়	৬০
আয়াত থেকে প্রমাণিত বিধান	৬০
আয়াত থেকে শিক্ষা	৬০
আয়াত : ২২৩	৬১
শব্দার্থ ও অনুবাদ	৬১
আলোচ্য বিষয়	৬১
শানে নুজুল	৬১
তাফসির	৬১
বিবাহ একটি উদ্দেশ্যমুখী বন্ধন	৬২
বিবাহ সুসন্তান লাভের জন্য	৬২
আয়াত থেকে প্রমাণিত বিধান	৬৩
আয়াত থেকে শিক্ষা	৬৩
আয়াত : ২২৬-২২৭	৬৩
শব্দার্থ ও অনুবাদ	৬৩
আলোচ্য বিষয়	৬৪
তাফসির	৬৪
আয়াত থেকে প্রমাণিত বিধান	৬৪
আয়াত থেকে শিক্ষা	৬৫
আয়াত : ২২৮	৬৫

শব্দার্থ ও অনুবাদ ৬৬
আলোচ্য বিষয় ৬৬
শানে নুজুল ৬৬
তাফসির ৬৭
ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর মর্যাদা ৬৭
ইসলামপূর্ব সমাজে নারীর স্থান ৬৯
বর্তমান ফেতনা-ফাসাদের মূল কারণ ৭১
আয়াত থেকে প্রমাণিত বিধান ৭২
আয়াত থেকে শিক্ষা ৭৩
আয়াত : ২২৯ ৭৪
শব্দার্থ ও অনুবাদ ৭৪
আলোচ্য বিষয় ৭৫
তাফসির ৭৫
তালাকের সীমারেখা ৭৫
খুলা বিষয়ক পর্যালোচনা ৭৬
আয়াত থেকে প্রমাণিত বিধান ৭৭
আয়াত থেকে শিক্ষা ৭৭
আয়াত : ২৩০ ৭৮
শব্দার্থ ও অনুবাদ ৭৮
তাফসির ৭৮
আলোচ্য বিষয় ৭৯
আয়াত থেকে প্রমাণিত বিধান ৮০
আয়াত থেকে শিক্ষা ৮০
আয়াত : ২৩১-২৩২ ৮০
শব্দার্থ ও অনুবাদ ৮১
আলোচ্য বিষয় ৮২
শানে নুজুল ৮৩
তাফসির ৮৩
আইন প্রণয়ন ও তার প্রয়োগে কুরআনের অনুপম দার্শনিক ৮৪

নীতি
আয়াত থেকে প্রমাণিত বিধান ৮৪
আয়াত থেকে শিক্ষা ৮৪
আয়াত : ২৩৩ ৮৪
শব্দার্থ ও অনুবাদ ৮৫
আলোচ্য বিষয় ৮৬
তাফসির ৮৬
আয়াত থেকে প্রমাণিত বিধান ৮৭
আয়াত থেকে শিক্ষা ৮৭
আয়াত : ২৩৪ ৮৮
শব্দার্থ ও অনুবাদ ৮৮
আলোচ্য বিষয় ৮৯
তাফসির ৮৯
আয়াত থেকে প্রমাণিত বিধান ৮৯
আয়াত থেকে শিক্ষা ৯০
আয়াত : ২৩৫ ৯০
শব্দার্থ ও অনুবাদ ৯০
আলোচ্য বিষয় ৯১
তাফসির ৯১
আয়াত থেকে প্রমাণিত বিধান ৯২
আয়াত থেকে শিক্ষা ৯২
আয়াত : ২৩৬-২৩৭ ৯২
শব্দার্থ ও অনুবাদ ৯৩
আলোচ্য বিষয় ৯৩
তাফসির ৯৪
মহর আদায়ে উদারতা ৯৪
আয়াত থেকে প্রমাণিত বিধান ৯৫
আয়াত থেকে শিক্ষা ৯৬
আয়াত : ২৪০ ৯৬

শব্দার্থ ও অনুবাদ	৯৭
আলোচ্য বিষয়	৯৭
তাফসির	৯৭
আয়াত থেকে প্রমাণিত বিধান	৯৭
আয়াত : ২৪১	৯৮
শব্দার্থ ও অনুবাদ	৯৮
আলোচ্য বিষয়	৯৮
তাফসির	৯৮
مَتَاعٌ শব্দের অর্থ ভিন্নতার কারণে আয়াতে ভিন্ন ভিন্ন তাফসির	৯৯
আয়াত থেকে প্রমাণিত বিধান	৯৯
আয়াত থেকে শিক্ষা	৯৯
আয়াত : ২৮২	১০০
শব্দার্থ ও অনুবাদ	১০০
আলোচ্য বিষয়	১০০
তাফসির	১০১
আয়াত থেকে প্রমাণিত বিধান	১০১
সুরা আলে-ইমরান	১০২
সুরার নামকরণ	১০২
সুরার ফজিলত	১০২
সুরা আলে-ইমরানের শেষ দশ আয়াতের ফজিলত	১০৫
আয়াত : ১৪	১০৭
শব্দার্থ ও অনুবাদ	১০৭
আলোচ্য বিষয়	১০৮
তাফসির	১০৮
দুনিয়ার মহব্বত	১০৮
আয়াত থেকে শিক্ষা	১১০
সুরা নিসা	১১১
সুরার নামকরণ	১১১

সুরার ফজিলত	১১১
আয়াত : ৩	১১২
শব্দার্থ ও অনুবাদ	১১২
আলোচ্য বিষয়	১১৩
শানে নুজুল	১১৩
তাফসির	১১৩
বিবাহের জন্য রমণী নির্বাচনে স্বাধীনতা	১১৪
বহু-বিবাহ	১১৪
বহু-বিবাহ ও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম	১১৫
বহু-বিবাহ চালু থাকলে সবচেয়ে বেশি লাভবান হবে নারীরাই	১২২
আয়াত থেকে প্রমাণিত বিধান	১২৫
আয়াত থেকে শিক্ষা	১২৬
আয়াত : ৪	১২৭
শব্দার্থ ও অনুবাদ	১২৭
আলোচ্য বিষয়	১২৭
তাফসির	১২৭
স্বেচ্ছায় ও খুশি মনে যে মহর মাফ করা হয়, সেটাই শুধু মাফ	১২৭
আয়াত থেকে প্রমাণিত বিধান	১২৮
আয়াত থেকে শিক্ষা	১২৮
আয়াত : ৭-১৪	১৩০
শব্দার্থ ও অনুবাদ	১৩১
আলোচ্য বিষয়	১৩৪
১১-১২ নং আয়াতের শানে নুজুল	১৩৪
তাফসির	১৩৫
এতিমদের সাথে নিজ সন্তানের মতো ব্যবহার করা	১৩৬
সম্পদ বণ্টনের পূর্বে করণীয়	১৩৭
উত্তরাধিকার আইন একমাত্র আল্লাহর অধিকার	১৩৭

উত্তরাধিকার আইনের ধর্মীয় গুরুত্ব ১৩৮
আয়াত থেকে প্রমাণিত বিধান ১৩৮
আয়াত : ১৫-১৬ ১৪২
শব্দার্থ ও অনুবাদ ১৪২
আলোচ্য বিষয় ১৪২
তাফসির ১৪৩
আয়াত থেকে প্রমাণিত বিধান ১৪৩
আয়াত থেকে শিক্ষা ১৪৩
আয়াত : ১৯-২০ ১৪৪
শব্দার্থ ও অনুবাদ ১৪৪
আলোচ্য বিষয় ১৪৫
১৯ নং আয়াতের শানে নুজুল ১৪৫
তাফসির ১৪৫
ধৈর্য ধরা ও সুন্দর ধারণা রাখা ১৪৬
প্রদত্ত মহর ফেরত না নেওয়া ১৪৬
আয়াত থেকে প্রমাণিত বিধান ১৪৭
আয়াত থেকে শিক্ষা ১৪৮
আয়াত : ২২-২৩ ১৪৯
শব্দার্থ ও অনুবাদ ১৪৯
আলোচ্য বিষয় ১৫০
শানে নুজুল ১৫০
তাফসির ১৫০
দুধ বোন ১৫১
আয়াত থেকে প্রমাণিত বিধান ১৫১
আয়াত : ২৪ ১৫৩
শব্দার্থ ও অনুবাদ ১৫৪
আলোচ্য বিষয় ১৫৪
শানে নুজুল ১৫৪
তাফসির ১৫৫

একজন মহিলা একই সময়ে একাধিক স্বামী গ্রহণ করতে পারে না ১৫৫
আয়াত থেকে প্রমাণিত বিধান ১৫৭
আয়াত থেকে শিক্ষা ১৫৭
আয়াত : ২৫-২৮ ১৫৮
শব্দার্থ ও অনুবাদ ১৫৮
আলোচ্য বিষয় ১৫৯
তাফসির ১৬০
শরিয়ত সম্মত গোলাম ও বাঁদি কারা? ১৬১
বিবাহ প্রকাশ্যে হওয়া উচিত ১৬১
আল্লাহর পক্ষ থেকে বিধানাবলির সুস্পষ্ট বর্ণনা ১৬২
মানুষ সৃষ্টিগতভাবে দুর্বল ১৬৩
আয়াত থেকে প্রমাণিত বিধান ১৬৩
আয়াত থেকে শিক্ষা ১৬৪
আয়াত : ৩২ ১৬৫
শব্দার্থ ও অনুবাদ ১৬৫
আলোচ্য বিষয় ১৬৫
শানে নুজুল ১৬৬
তাফসির ১৬৬
মানুষের সাধ্যায়ত্ত নয় এমন বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা করা ১৬৬
আয়াত থেকে প্রমাণিত বিধান ১৬৯
আয়াত থেকে শিক্ষা ১৬৯
আয়াত : ৩৪-৩৫ ১৬৯
শব্দার্থ ও অনুবাদ ১৭০
আলোচ্য বিষয় ১৭০
তাফসির ১৭১
পারিবারিক জীবনে পুরুষের মর্যাদা ১৭২
পুরুষের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ ১৭৩

কুরআনের অনন্য বর্ণনাভঙ্গি	১৭৪
নারী-পুরুষের কর্মবিভাগ	১৭৫
আমানতের হেফাজত করতে হবে	১৭৬
অবস্থার সংশোধনে সমাজের দায়িত্ব	১৭৭
সংশোধনমূলক ব্যবস্থাপনা ও শাস্তি (প্রহার) বিষয়ক পর্যালোচনা	১৭৮
অবাধ্য স্ত্রী ও তার সংশোধনের উপায়	১৭৯
আয়াত থেকে প্রমাণিত বিধান	১৮১
আয়াত থেকে শিক্ষা	১৮২
আয়াত : ১২৭	১৮২
শব্দার্থ ও অনুবাদ	১৮৩
আলোচ্য বিষয়	১৮৩
শানে নুজুল	১৮৩
তাফসির	১৮৪
আয়াত থেকে প্রমাণিত বিধান	১৮৫
আয়াত থেকে শিক্ষা	১৮৫
আয়াত : ১২৮	১৮৬
শব্দার্থ ও অনুবাদ	১৮৬
আলোচ্য বিষয়	১৮৬
শানে নুজুল	১৮৬
তাফসির	১৮৭
দাম্পত্য কলহে অযথা অন্যের হস্তক্ষেপ অবাঞ্ছনীয়	১৮৮
আয়াত থেকে প্রমাণিত বিধান	১৮৮
আয়াত থেকে শিক্ষা	১৮৮
আয়াত : ১২৯-১৩০	১৮৯
শব্দার্থ ও অনুবাদ	১৮৯
আলোচ্য বিষয়	১৮৯
তাফসির	১৮৯

বহু-বিবাহের বিপক্ষে দলিল পেশ করা ভুল ১৯০
বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে উভয়কেই আল্লাহর উপর নির্ভর করতে হবে ১৯১
আয়াত থেকে প্রমাণিত বিধান ১৯২
আয়াত থেকে শিক্ষা ১৯২
আয়াত : ১৭৬ ১৯২
শব্দার্থ ও অনুবাদ ১৯৩
আলোচ্য বিষয় ১৯৩
শানে নুজুল ১৯৩
তাফসির ১৯৪
আয়াত থেকে প্রমাণিত বিধান ১৯৪
আয়াত থেকে শিক্ষা ১৯৫
সুরা মায়িদা ১৯৬
সুরার নামকরণ ১৯৬
সুরার ফজিলত ১৯৬
আয়াত : ৫ ১৯৭
শব্দার্থ ও অনুবাদ ১৯৮
আলোচ্য বিষয় ১৯৮
তাফসির ১৯৮
পবিত্র বস্তুই মানুষের জন্য হালাল করা হয়েছে ১৯৯
বিবাহ মানুষকে গৃহমুখী করে ২০১
আয়াত থেকে প্রমাণিত বিধান ২০১
আয়াত থেকে শিক্ষা ২০২
সুরা নুর ২০৩
সুরার নামকরণ ২০৩
আয়াত : ২ ২০৩
শব্দার্থ ও অনুবাদ ২০৪
আলোচ্য বিষয় ২০৪

তাফসির	২০৪
ব্যভিচার একটি মহা অপরাধ এবং অনেক অপরাধের সমষ্টি; তাই শরিয়তে এর শাস্তিও সবচেয়ে কঠিন	২০৪
ইসলামি আইনে কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ প্রমাণের জন্য শর্তাবলিও কঠিন রাখা হয়েছে	২০৭
ইসলামে প্রথম পর্যায়ে অপরাধ গোপন রাখার বিধান আছে; কিন্তু সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হয়ে গেলে অপরাধীদের নিস্তার নাই	২০৮
আয়াত থেকে প্রমাণিত বিধান	২০৮
আয়াত থেকে শিক্ষা	২০৯
আয়াত : ৩	২০৯
শব্দার্থ ও অনুবাদ	২০৯
আলোচ্য বিষয়	২০৯
শানে নুজুল	২০৯
তাফসির	২১১
আয়াত থেকে প্রমাণিত বিধান	২১১
আয়াত : ৪-৫	২১২
শব্দার্থ ও অনুবাদ	২১২
আলোচ্য বিষয়	২১২
তাফসির	২১২
মিথ্যা অপবাদ একটি অপরাধ এবং তার হদ (দণ্ডবিধান)	২১৩
একটি সন্দেহ ও তার জবাব	২১৪
আয়াত থেকে প্রমাণিত বিধান	২১৪
আয়াত থেকে শিক্ষা	২১৫
আয়াত : ৬-১০	২১৫
শব্দার্থ ও অনুবাদ	২১৬
আলোচ্য বিষয়	২১৬
৬-৯ নং আয়াতের শানে নুজুল	২১৬

তাফসির	২১৮
আয়াত থেকে প্রমাণিত বিধান	২১৮
আয়াত : ১১-১৮	২১৯
আয়াত থেকে শিক্ষা	২১৯
শব্দার্থ ও অনুবাদ	২২০
আলোচ্য বিষয়	২২১
১১-১২ নং আয়াতের শানে নুজুল	২২১
তাফসির	২৩২
একটি গুরুত্বপূর্ণ হুঁশিয়ারি	২৩৩
আয়াত থেকে প্রমাণিত বিধান	২৩৪
আয়াত থেকে শিক্ষা	২৩৫
আয়াত : ৩১	২৩৬
শব্দার্থ ও অনুবাদ	২৩৬
আলোচ্য বিষয়	২৩৭
তাফসির	২৩৭
লজ্জাস্থানের হেফাজত করা	২৩৯
নিজের সাজসজ্জা গোপন রাখা	২৪০
মাথা ও বক্ষদেশ চাদর দিয়ে ঢেকে রাখা	২৪০
যৌন কামনা রহিত ব্যক্তিদের সাথে পর্দার হুকুম	২৪২
অলংকারের ঝংকার না শোনানো	২৪৩
নারীর আওয়াজের বিধান	২৪৪
সুশোভিত বোরকা পরিধান করে বের হওয়াও নাজায়েজ	২৪৪
আয়াত থেকে প্রমাণিত বিধান	২৪৪
আয়াত থেকে শিক্ষা	২৪৫
আয়াত : ৩২-৩৩	২৪৬
শব্দার্থ ও অনুবাদ	২৪৬
আলোচ্য বিষয়	২৪৬
তাফসির	২৪৬

ইসলাম বিবাহের উৎসাহ প্রদান করে ২৪৭
হুঁশিয়ারি ২৪৮
বিধবার বিবাহ সম্পাদন করা ২৪৯
বিবাহ সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূলভিত্তি ২৪৯
আয়াত থেকে প্রমাণিত বিধান ২৫০
আয়াত থেকে শিক্ষা ২৫০
আয়াত : ৫৮-৫৯ ২৫১
শব্দার্থ ও অনুবাদ ২৫১
আলোচ্য বিষয় ২৫২
তাফসির ২৫২
আয়াত থেকে প্রমাণিত বিধান ২৫৩
আয়াত থেকে শিক্ষা ২৫৩
আয়াত : ৬০ ২৫৪
শব্দার্থ ও অনুবাদ ২৫৪
আলোচ্য বিষয় ২৫৪
তাফসির ২৫৪
আয়াত থেকে প্রমাণিত বিধান ২৫৪
সুরা কসস ২৫৫
সুরার নামকরণ ২৫৫
আয়াত : ২৭-২৯ ২৫৫
শব্দার্থ ও অনুবাদ ২৫৬
আলোচ্য বিষয় ২৫৬
তাফসির ২৫৬
বাবার পক্ষ থেকে মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব ২৫৭
মুসা আলাইহিস সালাম আট বছর মেয়াদ পূর্ণ করেছিলেন না দশ বছর? ২৫৮
আয়াত থেকে প্রমাণিত বিধান ২৫৮
আয়াত থেকে শিক্ষা ২৫৮

সুরা আহযাব ২৫৯
সুরার নামকরণ ২৫৯
আয়াত : ৪ ২৫৯
শব্দার্থ ও অনুবাদ ২৫৯
আলোচ্য বিষয় ২৬০
তাফসির ২৬০
পোষ্য পুত্রকে তার প্রকৃত পিতার নামেই ডাকা ২৬০
আয়াত থেকে প্রমাণিত বিধান ২৬১
আয়াত থেকে শিক্ষা ২৬১
আয়াত : ২৮-২৯ ২৬২
শব্দার্থ ও অনুবাদ ২৬২
আলোচ্য বিষয় ২৬২
শানে নুজুল ২৬২
তাফসির ২৬৮
আয়াত থেকে প্রমাণিত বিধান ২৬৮
আয়াত থেকে শিক্ষা ২৬৮
আয়াত : ৩৩ ২৬৯
শব্দার্থ ও অনুবাদ ২৬৯
আলোচ্য বিষয় ২৬৯
শানে নুজুল ২৬৯
তাফসির ২৭০
গৃহে অবস্থান করা ২৭১
গৃহে অবস্থান ও প্রয়োজনে বের হওয়া ২৭১
সাংঘর্ষিক নয়
সুসজ্জিত হয়ে সৌন্দর্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে চলাফেরা না করা ২৭২
আয়াত থেকে প্রমাণিত বিধান ২৭৩
আয়াত থেকে শিক্ষা ২৭৪
আয়াত : ৪৯ ২৭৪

শব্দার্থ ও অনুবাদ ২৭৪
আলোচ্য বিষয় ২৭৪
তাফসির ২৭৫
ইসলামে সদাচারের নজিরবিহীন শিক্ষা ২৭৫
আয়াত থেকে প্রমাণিত বিধান ২৭৭
আয়াত থেকে শিক্ষা ২৭৭
আয়াত : ৫৩-৫৪ ২৭৭
শব্দার্থ ও অনুবাদ ২৭৭
আলোচ্য বিষয় ২৭৮
৫৩ নং আয়াতের শানে নুজুল ২৭৮
তাফসির ২৭৯
পর্দার উদ্দেশ্য ২৮০
পর্দার বিধানাবলি, অশ্লীলতা দমনে ইসলামি ব্যবস্থা ২৮১
অপরাধ দমনের জন্য ইসলামে উৎসমুখ বন্ধ করার সুবর্ণনীতি এবং এতে সমতাবিধান ২৮৩
পর্দার হুকুম প্রসঙ্গ ২৮৮
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর তাঁর পত্নীগণের সাথে কারও বিবাহ হালাল নয় ২৮৯
আয়াত থেকে প্রমাণিত বিধান ২৯১
আয়াত থেকে শিক্ষা ২৯১
আয়াত : ৫৯ ২৯২
শব্দার্থ ও অনুবাদ ২৯২
আলোচ্য বিষয় ২৯২
তাফসির ২৯২
মুখমণ্ডলের পর্দা অতীব জরুরি ২৯২
আয়াত থেকে প্রমাণিত বিধান ২৯৫
আয়াত থেকে শিক্ষা ২৯৫

সুরা আহকাফ ২৯৬
সুরার নামকরণ ২৯৬
আয়াত : ১৫ ২৯৭
শব্দার্থ ও অনুবাদ ২৯৭
আলোচ্য বিষয় ২৯৭
তাফসির ২৯৭
মায়ের প্রতি দায়িত্ব অধিক ২৯৮
মায়ের বিশেষ দান বা দয়া ২৯৮
আয়াত থেকে প্রমাণিত বিধান ২৯৯
আয়াত থেকে শিক্ষা ২৯৯
সুরা হুজরাত ৩০০
সুরার নামকরণ ৩০০
আয়াত : ১১ ৩০০
শব্দার্থ ও অনুবাদ ৩০০
আলোচ্য বিষয় ৩০১
শানে নুজুল ৩০১
তাফসির ৩০১
উপহাস পরিহার করার নির্দেশ ৩০২
ভাল নামে ডাকা সুন্নাত ৩০২
আয়াত থেকে প্রমাণিত বিধান ৩০২
আয়াত থেকে শিক্ষা ৩০৩
সুরা মুজাদালা ৩০৪
সুরার নামকরণ ৩০৪
আয়াত : ১-৪ ৩০৪
শব্দার্থ ও অনুবাদ ৩০৫
আলোচ্য বিষয় ৩০৬
১ নং আয়াতের শানে নুজুল ৩০৬
তাফসির ৩০৬

জিহারের বিধান মূর্খতা যুগে ও ইসলাম যুগে ৩০৮
জিহার বৈবাহিক সম্পর্কে কোনো প্রভাব ফেলে না ৩০৮
আয়াত থেকে প্রমাণিত বিধান ৩০৮
আয়াত থেকে শিক্ষা ৩০৯
সুরা মুমতাহিনা ৩১০
সুরার নামকরণ ৩১০
আয়াত : ১০-১১ ৩১০
শব্দার্থ ও অনুবাদ ৩১১
আলোচ্য বিষয় ৩১২
১০ নং আয়াতের শানে নুজুল ৩১২
তাফসির ৩১৩
কিছু মুসলমান নারী ধর্মত্যাগ করে মক্কায় চলে গিয়েছিল কি? ৩১৩
আয়াত থেকে প্রমাণিত বিধান ৩১৫
আয়াত থেকে শিক্ষা ৩১৫
সুরা তালাক ৩১৭
সুরার নামকরণ ৩১৭
আয়াত : ১-২ ৩১৭
শব্দার্থ ও অনুবাদ ৩১৮
আলোচ্য বিষয় ৩১৮
তাফসির ৩১৯
বিবাহ ও তালাকের শরিয়ত সম্মত মর্যাদা ও প্রজ্ঞাভিত্তিক ব্যবস্থা ৩২০
পবিত্র অবস্থায় তালাক দিতে হবে ৩২৩
ইদ্দতকাল গণনা করতে হবে ৩২৩
আয়াত থেকে প্রমাণিত বিধান ৩২৪
আয়াত : ৪ ৩২৫
শব্দার্থ ও অনুবাদ ৩২৫
আলোচ্য বিষয় ৩২৫

তাফসির	৩২৫
আয়াত থেকে প্রমাণিত বিধান	৩২৬
আয়াত থেকে শিক্ষা	৩২৬
আয়াত : ৬	৩২৭
শব্দার্থ ও অনুবাদ	৩২৭
আলোচ্য বিষয়	৩২৭
তাফসির	৩২৭
দুধ পানের বিষয়ে মাতা-পিতা উভয়ের পরস্পরকে সহযোগিতা করার তাকিদ	৩২৯
আয়াত থেকে প্রমাণিত বিধান	৩২৯
আয়াত থেকে শিক্ষা	৩৩০
সুরা ভিত্তিক বিধান-সূচি	৩৩৯
ফেকহের অধ্যায় ভিত্তিক বিষয়-সূচি	৩৪২

লেখকের কথা

'নারীদের তাফসিরুল কুরআন'

নারীবিষয়ক সবগুলো আয়াতের সহজ ও সংক্ষিপ্ত তাফসির সংকলন। নারীর জীবনকে নারীময় ও কুরআনময় করার একটি বিনয়ী আবেদন।

কিছু কিছু আয়াতে শুধু নারীদেরকে সম্বোধন হয়েছে। সে সব আয়াতে মাসআলা-মাসায়েলের পাশাপাশি সমাজে নারীদের অবস্থানের কথা, নারীদের যোগ্যতা ও অবদানের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুস্থ-সুন্দর সমাজগঠনে তাদের দায়িত্বের কথাও উপস্থাপন করা হয়েছে যৌক্তিক ভাষায়।

ওসব আয়াত নারীরা তেলাওয়াত করছেন প্রতি মাসে বা সময়ে সময়ে। আয়াতগুলো তাদেরকে সম্বোধন করছে, তাদের সাথে কথা বলতে মুখিয়ে আছে, কিন্তু তারা কি তা বুঝতে পারছেন, কুরআনের সাথে আলাপ জুড়াতে পারছেন?

বড় বড় তাফসিরগ্রন্থ আছে। খুব কম নারীই আছেন, যারা এসব পড়ার সুযোগ পাচ্ছেন। পড়লেও কি তারা ধরতে পারছেন, কোন কোন আয়াতে বিশেষভাবে তাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে? ফলে বাংলা ভাষাভাষী বিশাল নারী-জগৎ পবিত্র কুরআনের স্বাদ উপভোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

এরকম একটি কাজ কি অনেক আগেই হওয়া দরকার ছিল না? আমি সে কাজটিই করার চেষ্টা করেছি। 'সংকলন' ও 'চয়ন' করেছি মাত্র। এ সামান্য সংকলনের তাওফিকের জন্যও আমি আল্লাহর কাছে সেজদাবনত। তাই কলমের যিনি 'চালক' ও

‘পরিচালক’ সমস্ত প্রশংসা ও শুকরিয়া একমাত্র তার জন্যই নিবেদন করছি।

মূল আয়াত, শব্দে-শব্দে অর্থ, আয়াতের তরজমা, আলোচ্য বিষয় নির্ণয়, আয়াত থেকে প্রমাণিত বিধান ও শিক্ষা এবং কোনো কোনো আয়াতে সংক্ষিপ্ত জরুরি আলোচনা—এই হল বইয়ের বিন্যাস।

রাহনুমা আমাদের একটি প্রিয় প্রকাশনা। বইপ্রকাশে তারা উন্নত রুচির পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছেন। এমন একটি প্রকাশনা থেকে আমার একটি বই বের হচ্ছে, এটা আমার জন্য গর্বের ও আনন্দের।

এ বইয়ে যা কিছু ভাল ও বিশুদ্ধ তার সবকিছুই আল্লাহ তায়ালা আমাদের গ্রহণ করার তাওফিক দিন এবং যা কিছু মন্দ ও অশুদ্ধ তা থেকে আমাদের হেফাজত করুন! আমিন!!

মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ
জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম
০২, ০৮, ২০২৪ ঈসায়ি

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ওহি তথা কুরআন নাজিলের পদ্ধতি

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি বিভিন্ন পদ্ধতিতে ওহি নাজিল হত। *সহিহ বুখারির* এক হাদিসে আছে, "হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রাজি. বলেন, একবার হারিছ ইবনে হিশাম রাজি. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার কাছে ওহি কীভাবে আসে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, কখনও আমি ঘণ্টাধ্বনির মতো শুনতে পাই আর ওহির এ পদ্ধতিই আমার নিকট সর্বাপেক্ষা কঠিন। অতঃপর এ অবস্থা আমার থেকে কেটে যায়, আর ইতোমধ্যে যা কিছু সে ধ্বনিতে আমাকে বলা হয়, তা আমার মুখস্থ হয়ে যায়। কখনও ফেরেশতা আমার সামনে একজন পুরুষের আকৃতিতে উপস্থিত হন।[১]

এ হাদিসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওহির আওয়াজকে ঘণ্টাধ্বনির সাথে তুলনা করেছেন। শায়েখ মুহিউদ্দিন ইবনে আরাবী রহ. এর ব্যাখ্যা করেন যে, এক তো ওহির আওয়াজ ঘণ্টাধ্বনির মতো অবিরাম হত, মাঝখানে ছেদ ঘটত না, দ্বিতীয়ত ঘণ্টা যখন একাধারে বাজতে থাকে, তখন শ্রোতার পক্ষে সে ধ্বনি কোন দিক থেকে আসছে তা নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়ে। তার কাছে মনে হয় সে ধ্বনি সকল দিক থেকেই আসছে। আল্লাহ তায়ালার কালামের এটা এক বৈশিষ্ট্য যে, তার বিশেষ কোনো দিক থাকে না; বরং সকল দিক থেকেই তার ধ্বনি শ্রুতিগোচর হয়। এর স্বরূপ তো চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা ছাড়া উপলব্ধি করা সম্ভব নয়, তবে বিষয়টিকে সাধারণের উপলব্ধির অনেকটা কাছাকাছি নিয়ে আসার জন্য ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।[২]

---

১. *সহিহ বুখারি*, ১/২
২. *ফায়যুল বারী*

এ পদ্ধতিতে ওহি হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর তার চাপ বড় বেশি পড়ত। হজরত আয়েশা রাজি. এ হাদিসের শেষাংশে বলেন, আমি তীব্র শীতের দিনে তার প্রতি ওহি নাজিল হতে দেখেছি। যখন নাজিল শেষ হত, তখন সেই কঠিন শীতের সময়ও পবিত্র ললাট স্বেদাপ্লুত হয়ে যেত।

অপর এক বর্ণনায় হজরত আয়েশা রাজি. বলেন, যখন ওহি নাজিল হত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শ্বাস-প্রশ্বাস আটকে আসত, পবিত্র চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে খেজুর ডালের মতো হলুদ হয়ে যেত, সামনের দাঁত শীতে কাপতে থাকত এবং তিনি এতটা ঘর্মাক্ত হয়ে পড়তেন যে, তার (ঘামের) ফোটাসমূহ মুক্তার মতো চকচক করত।[৩]

ওহি নাজিলের এ অবস্থায় কখনও কখনও চাপ এতটা বেশি হত যে, তিনি তখন যে পশুর উপর সওয়ার (আরোহী) থাকতেন, সেটি তার গুরুভারের কারণে বসে পড়ত। একবারের ঘটনা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজরত জায়েদ ইবনে সাবিত রাজি.-এর উরুতে মাথা রেখে শোয়া ছিলেন। এ অবস্থায় ওহি নাজিল হল। তাতে হজরত যায়েদের উরুতে এতটা চাপ পড়ল যে, তা ফেটে যাওয়ার উপক্রম হল।[৪]

কখনও কখনও ওহির মৃদু আওয়াজ অন্যরাও উপলব্ধি করতে পারত। হজরত উমর রাজি. বলেন, যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ওহি নাজিল হত, তখন তাঁর পবিত্র চেহারার কাছে মৌমাছির গুনগুন আওয়াজের মতো শব্দ শুনা যেত।

ওহি নাজিলের দ্বিতীয় পদ্ধতি : ফেরেশতা কোনো মানুষের আকৃতিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে আল্লাহ তায়ালার বাণী পৌঁছে দিতেন। এরূপ ক্ষেত্রে হজরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম সাধারণত প্রসিদ্ধ সাহাবি হজরত

---

৩. *আল ইতকান,* ১/৪৬।
৪. *জাদুল মাআদ,* ১/১৮-১৯

দাহিয়া কালবি রাজি.-এর আকৃতিতে আগমন করতেন। কখনও কখনও অন্য কারও বেশেও আসতেন। সে যাই হোক, জিবরাইল আলাইহিস সালাম যখন কোনো মানব আকৃতিতে ওহি নিয়ে আসতেন, তখনকার ওহি নাজিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষে সর্বাপেক্ষা সহজ হত।[৫]

ওহি নাজিলের তৃতীয় পদ্ধতি: হজরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম কোনো মানবাকৃতি ধারণ না করে বরং তার আসল আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করতেন। তবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সারাটা জীবনে এরূপ মাত্র তিনবার হয়েছে। একবার সেই সময়, যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই জিবরাইল আলাইহিস সালামকে তার আসল চেহারায় দেখার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। দ্বিতীয়বার মেরাজে আর তৃতীয়বার নবুওয়াতের শুরুভাগে মক্কার আওয়াদ নামক স্থানে। প্রথম দুবারের কথা তো সহিহ সনদেই বর্ণিত আছে, তবে তৃতীয়বারের ঘটনা সনদের দিক থেকে দুর্বল হওয়ায় কিছুটা সন্দেহযুক্ত।[৬]

ওহি নাজিলের চতুর্থ পদ্ধতি: ওহি নাজিলের চতুর্থ পদ্ধতি হল, কোনো মাধ্যম ছাড়া সরাসরি আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে কথোপকথন। জাগ্রত অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সৌভাগ্য একবার অর্থাৎ মেরাজে লাভ করেছিলেন। তাছাড়া স্বপ্নযোগেও আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে তাঁর একবার কথোপকথন হয়েছিল ।[৭]

ওহি নাজিলের পঞ্চম পদ্ধতি : পঞ্চম পদ্ধতি ছিল, হজরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম কোনো আকৃতিতে সামনে আসা ছাড়াই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তরে কোনো কথা ঢেলে দিতেন। পরিভাষায় এটাকে অন্যের অন্তরে নিক্ষেপণ (ইলহাম বা ইলকা) বলা হয়।

---

৫. *আল ইতকান*, ১/৪৬
৬. *ফাতহুল বারী*, ১/১৮-১৯
৭. *আল ইতকান*, ১/৪৬

কুরআন তেলাওয়াতের গুরুত্ব ও ফজিলত

যারা তেলাওয়াত করে তাদেরকে আল্লাহর রহমত আচ্ছাদিত করে নেয়

কুরআন কারিম আল্লাহ তায়ালার পবিত্র কালাম। যারা আল্লাহর কালাম তেলাওয়াত করে, এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা তথা তাদাব্বুর-তাফাক্কুর করে, কুরআন থেকে হেদায়েত গ্রহণ করে, কুরআন শিক্ষা দেয় এবং পারস্পরিক কুরআনের চর্চা করে, আল্লাহ তাদের প্রতি অত্যন্ত খুশি হন। তাদের উপর বিশেষ রহমত বর্ষণ করেন, তাদের অন্তরে প্রশান্তি ঢেলে দেন এবং তাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। আবু হুরাইরা রাজি. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

আর যারা আল্লাহর ঘরে একত্র হয়ে আল্লাহর কিতাব তেলাওয়াত করে এবং পারস্পরিক কুরআনের চর্চা করে, তাদের প্রতি 'সাকীনা' তথা এক প্রকার বিশেষ প্রশান্তি বর্ষিত হয়, রহমত তাদেরকে আচ্ছাদিত করে নেয় এবং আল্লাহ তাঁর কাছের ফেরেশতাদের মাঝে তাদের আলোচনা করেন।[৮]

---

৮. *সহিহ মুসলিম*, হাদিস ২৬৯৯

কুরআনের প্রতি হরফে দশ নেকি

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাজি. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

যে ব্যক্তি কুরআনের একটি হরফ পড়ল তার জন্য রয়েছে একটি নেকি। আর একটি নেকি দশ নেকি সমতুল্য। নবীজি বলেন, আমি বলছি না যে, আলিফ লাম মীম একটি হরফ। বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ এবং মীম একটি হরফ।[৯]

অতএব আলিফ লাম মীম তেলাওয়াত করলে কমপক্ষে ত্রিশ নেকি লাভ হবে, ইনশাআল্লাহ।

তেলাওয়াতকারীগণ থাকবেন সম্মানিত ফেরেশতাদের সাথে

আয়েশা সিদ্দিকা রাজি. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

যারা উত্তমরূপে কুরআন পড়বে তারা থাকবে অনুগত সম্মানিত ফেরেশতাদের সাথে। আর যে কুরআন পড়তে গিয়ে আটকে আটকে যাবে এবং কষ্ট হবে, তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ সওয়াব।[১০]

তেলাওয়াতকারীদের জন্য কুরআন সুপারিশ করবে

আবু উমামা বাহেলি রাজি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

তোমরা কুরআন পড়ো। কেননা, কেয়ামতের দিন কুরআন তার 'সাহিবের' জন্য সুপারিশ করবে।[১১]

কুরআনের সাহিব কে? মুহাদ্দিসীনে কেরাম বলেন, সাহিবে কুরআন বলা হয় ওই ব্যক্তিকে, যিনি কুরআন নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকেন। কুরআন তেলাওয়াতে মশগুল থাকেন। কুরআনের হেদায়েত ও বার্তাগুলো গ্রহণ করেন। কুরআনের বিধানগুলো পালন

---

৯. *জামে তিরমিযী*, হাদিস ২৯১০
১০. *সহিহ মুসলিম*, হাদিস ৭৯৮
১১. *সহিহ মুসলিম*, হাদিস ৮০৪

করেন। কুরআনের হিফজ করেন। মোটকথা কুরআনই থাকে তার জীবনের আরাধনা।[১২]

কুরআন তেলাওয়াতকারীর প্রতি ঈর্ষা কাম্য

আবু হুরাইরা রাজি. বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

কারও সাথেই হিংসা নয়, তবে দুই জন এর ব্যতিক্রম। প্রথম জন হল, আল্লাহ একজনকে কুরআন শেখার তাওফিক দিয়েছেন। ফলে সে তা দিন-রাত তেলাওয়াত করে। তার প্রতিবেশী তা শুনতে পেয়ে আফসোস করে বলল, হায় সে যেমন কুরআন পড়ে আমি যদি তেমন পারতাম, তাহলে তো তার মতো আমিও আমল করতাম!

অপরজন হল, আল্লাহ একজনকে সম্পদ দিয়েছেন। সেগুলো সে ন্যায়ের পথে খরচ করে। তা দেখে একজন বলল, হায় আমারও যদি তার মতো সম্পদ থাকত তাহলে আমিও তার মতো খরচ করতে পারতাম।[১৩]

কুরআন কারিম এত মহিয়ান নেয়ামত যে, আল্লাহ যাকে এ নেয়ামত দান করেন আর এর শুকরিয়া আদায় স্বরূপ দিবারাত্রি তা তেলাওয়াত করে—এমন ব্যক্তি ঈর্ষার পাত্রে পরিণত হয়। আর এমন ব্যক্তিকে দেখে অনুপ্রাণিত হতে স্বয়ং নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উৎসাহিত করছেন।

মুমিনদের জন্য উচিত, মাসে অন্তত একটি খতম করা। আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাজি. বলেন, আমাকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাসে একবার খতম করতে বলেছেন। তিনি বলেন, আমি বললাম, আমি এরচেয়ে বেশি পারব। নবীজি বললেন, তাহলে বিশ দিনে খতম কর। তিনি বললেন, আমি আরও

---

১২. *কূতুল মুগতাযী আলা জামিইত তিরমিযী,* ২/৭৩২
১৩. *সহিহ বুখারি,* হাদিস-৫০২৬, ৪৭৩৮

বেশি পড়তে পারব। নবীজি বললেন, তাহলে সাত দিনে খতম কর। এরচেয়ে বেশি পড়তে যেও না।[১৪]

যে তেলাওয়াত করে আর যে করে না তার দৃষ্টান্ত

আবু মুসা আশআরি রাজি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

যে ব্যক্তি কুরআন পড়ে (এবং সে অনুযায়ী আমল করে) সে উতরুজ্জা ফলের মতো, যার স্বাদও ভাল, ঘ্রাণও সুন্দর। আর যে কুরআন পড়ে না তবে আমল করে সে খেজুরের মতো, যার স্বাদ ভাল, তবে কোনো ঘ্রাণ নেই। আর যে বদকার ব্যক্তি কুরআন পড়ে সে রায়হানা সুগন্ধির মতো, যার ঘ্রাণ তো মোহনীয়, তবে স্বাদ তিক্ত। আর যে বদকার ব্যক্তি কুরআন পড়ে না সে হানযালা ফলের মতো, যার স্বাদও তেতো, আবার কোনো সুবাসও নেই।[১৫]

হজরত আবু হুরাইরা রাজি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা কুরআন শেখো। অতঃপর তা পড়ো এবং পড়াও। কেননা, যে ব্যক্তি কুরআন শিখল এরপর তা পড়ল এবং রাতে (তাহাজ্জুদের) নামাজে তা তেলাওয়াত করল, সে ব্যক্তি এমন পাত্রের মতো, যা মেশক আম্বর দিয়ে পূর্ণ, যা সর্বত্র সুগন্ধি ছড়ায়। আর যে ব্যক্তি কুরআন শিখে শুয়ে থাকল এ ব্যক্তি এমন পাত্রের ন্যায়, যা মেশক ভরে সেলাই করে দেওয়া হয়েছে। (ফলে তা থেকে আর সুগন্ধি বিকিরিত হয় না।)[১৬]

এ হল কুরআন শিখে তেলাওয়াত করা আর না করার পার্থক্য।

---

১৪. *সহিহ মুসলিম,* হাদিস ১১৫৯; *সহিহ বুখারি,* হাদিস ৪৭৬৭, ৫০৫৪
১৫. *সহিহ বুখারি,* হাদিস ৫০২০
১৬. *জামে তিরমিজি,* হাদিস ২৮৭৬

কুরআন তেলাওয়াতের আদব

কুরআন অন্য কোনো বইয়ের মতো নয়। কুরআন পাঠ করতে হয় যথাযথ ভক্তি, শ্রদ্ধা ও আদব সহকারে। নিম্নে এর আদবগুলো উল্লেখ করা হল :

প্রথম আদব : নিয়ত শুদ্ধ করা। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেয়ামতের দিন তিন শ্রেণির মানুষের উপর আগুনের শাস্তি কঠোর করা হবে বলে জানিয়েছেন। তাদের মধ্যে একজন ওই ক্বারী, যিনি ইখলাসের সঙ্গে কুরআন তেলাওয়াত করতেন না।[১৭]

দ্বিতীয় আদব : পবিত্র হয়ে উজু অবস্থায় কুরআন তেলাওয়াত করা। উজু ছাড়াও কুরআন পড়া যায়, তবে তা উজু অবস্থায় পড়ার সমান হতে পারে না।

তৃতীয় আদব : কুরআন তেলাওয়াতের আগে মিসওয়াক করা। আলি রাজি. থেকে বর্ণিত একটি হাদিসে এসেছে, 'তোমাদের মুখগুলো কুরআনের পথ। তাই সেগুলোকে মিসওয়াক দ্বারা সুরভিত করো।'[১৮]

---

১৭. *জামে তিরমিজি*, হাদিস ২৩৮২; *সহিহ ইবন হিব্বান*, হাদিস ৪০৮
১৮. *সুনানে ইবনে মাজাহ*, হাদিস ২৯১

চতুর্থ আদব : তেলাওয়াতের শুরুতে আউজুবিল্লাহ পড়া। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, 'সুতরাং যখন তুমি কুরআন পড়বে, তখন আল্লাহর কাছে বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় চাও।'[১৯]

পঞ্চম আদব : বিসমিল্লাহ পড়া। তেলাওয়াতকারীর উচিত সুরা তাওবা ছাড়া সকল সুরার শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়া। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত যে তিনি এক সুরা শেষ করে বিসমিল্লাহ পড়ে আরেক সুরা শুরু করতেন। শুধু সুরা আনফাল শেষ করে সুরা তাওবা শুরু করার সময় বিসমিল্লাহ পড়তেন না।

ষষ্ঠ আদব : তারতিলের সঙ্গে (ধীরস্থিরভাবে) কুরআন পড়া। কারণ, আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তোমরা তারতিলের সঙ্গে কুরআন তেলাওয়াত করো।'[২০]

সপ্তম আদব : সুন্দর করে মনের মাধুরী মিশিয়ে কুরআন পড়া। বারা রাজি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এশার নামাজে সুরা ত্বীন পড়তে শুনেছি। আমি তাঁর চেয়ে সুন্দর কণ্ঠে আর কাউকে তেলাওয়াত করতে শুনিনি।'[২১]

অষ্টম আদব : সুর সহকারে কুরআন তেলাওয়াত করা। এটি সুন্দর করে কুরআন তেলাওয়াতের অংশ। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, 'সে আমার উম্মত নয়, যে সুর সহযোগে কুরআন পড়ে না।'[২২]

নবম আদব : রাতে ঘুম পেলে বা ঝিমুনি এলে কুরআন তেলাওয়াত থেকে বিরত থাকা। আবু হুরাইরা রাজি. থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যখন তোমাদের কেউ রাতে নামাজ পড়ে, ফলে তার জিহ্বায় কুরআন এমনভাবে

---

১৯. সুরা নাহল, আয়াত : ৯৮।
২০. সুরা মুজ্জাম্মিল, আয়াত ৪
২১. *সহিহ বুখারি,* হাদিস ৭৫৪৬; *সহিহ মুসলিম,* হাদিস ১০৬৭
২২. *বুখারি,* হাদিস-৭৫২৭; *আবু দাউদ,* হাদিস-১৪৭১

জড়িয়ে আসে যে সে কী পড়ছে তা টের পায় না, তাহলে সে যেন শুয়ে পড়ে।[২৩]

অর্থাৎ তার উচিত এমতাবস্থায় নামাজ না পড়ে বিছানায় গিয়ে ঘুমিয়ে পড়া, যাতে তার মুখে কুরআন ও অন্য কোনো শব্দের মিশ্রণ না ঘটে এবং কুরআনের আয়াত এলোমেলো না হয়ে যায়।

দশম আদব : ফজিলতপূর্ণ সুরাগুলো ভালভাবে শিক্ষা করা এবং সেগুলো বেশি বেশি তেলাওয়াত করা। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'তোমাদের কেউ কি রাত্রিকালে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ তেলাওয়াতে অক্ষম? তারা বলল, কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ কীভাবে পড়া যাবে! তিনি বলেন, 'সুরা ইখলাস কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমতুল্য।'[২৪]

একাদশ আদব : ধৈর্য নিয়ে কুরআন তেলাওয়াত করা। যিনি অনায়াসে কুরআন পড়তে পারেন না, তিনি আটকে আটকে ধৈর্যসহ পড়বেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, 'কুরআন পাঠে যে অভিজ্ঞ ব্যক্তি কুরআন তেলাওয়াত করে, সে সম্মানিত রাসুল ও পুণ্যাত্মা ব্যক্তিদের সঙ্গে থাকবে। আর যে ব্যক্তি তোতলাতে তোতলাতে সক্লেশে কুরআন তেলাওয়াত করবে, তার জন্য দ্বিগুণ নেকি লেখা হবে।'[২৫]

দ্বাদশ আদব : কুরআন তেলাওয়াতের আরেকটি আদব হল তেলাওয়াতের সময় ক্রন্দন করা। আল্লাহ তায়ালা তেলাওয়াতের সময় ক্রন্দনরতদের প্রশংসা করে বলেন, 'আর তারা কাঁদতে কাঁদতে লুটিয়ে পড়ে এবং এটা তাদের বিনয় বৃদ্ধি করে।'[২৬]

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাজি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেছেন, আমাকে তুমি তেলাওয়াত করে শোনাও। বললাম, আমি আপনাকে

---

২৩. *মুসলিম,* হাদিস-১৮৭২; *মুসনাদে আহমাদ,* হাদিস-৮২১৪
২৪. *সহিহ মুসলিম,* হাদিস ১৯২২; *সহিহ বুখারি,* হাদিস ৫০১৫
২৫. *সহিহ বুখারি,* হাদিস-৪৯৩৭; *সহিহ মুসলিম,* হাদিস ১৮৯৮
২৬. সুরা বনি ইসরাইল, আয়াত ১০৯

তেলাওয়াত শোনাব, অথচ আপনার উপরই এটি অবতীর্ণ হয়েছে? তিনি বলেন, আমি অন্যের তেলাওয়াত শুনতে পছন্দ করি। অতঃপর আমি তাঁকে সুরা নিসা পড়ে শোনাতে লাগলাম। যখন আমি সুরা নিসার ৪১ নম্বর আয়াত তেলাওয়াত করলাম, তিনি বললেন, ব্যস, যথেষ্ট হয়েছে। আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখলাম তাঁর চোখ থেকে অঝোর ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে।[২৭]

আয়াতটি হল, 'যখন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষী উপস্থিত করব এবং তোমাকে উপস্থিত করব তাদের উপর সাক্ষীরূপে, তখন কী অবস্থা হবে?'

ত্রয়োদশ আদব : কুরআন তেলাওয়াতের আরেকটি আদব হল, এর মর্ম নিয়ে চিন্তা করা। এটিই তেলাওয়াতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আদব। তেলাওয়াতের সময় চিন্তা-ভাবনা করাই এর প্রকৃত সুফল বয়ে আনে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, 'আমি তোমার প্রতি নাজিল করেছি এক বরকতময় কিতাব, যাতে তারা এর আয়াতগুলো নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে এবং যাতে বুদ্ধিমানরা উপদেশ গ্রহণ করে।'[২৮]

চতুর্দশ আদব: তেলাওয়াতের সময় সেজদার আয়াত এলে সেজদা দেওয়া। সেজদার নিয়ম হল, তাকবির দিয়ে সেজদায় চলে যাওয়া।

পঞ্চদশ আদব: যথাসম্ভব আদবসহ বসা। আর বসা, দাঁড়ানো, চলমান ও হেলান দেওয়া—সর্বাবস্থায় তেলাওয়াত করার অনুমতি রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন, 'যারা আল্লাহকে স্মরণ করে দাঁড়িয়ে, বসে ও কাত হয়ে এবং আসমান ও জমিনের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে...।'[২৯]

---

২৭. *সহিহ বুখারি,* হাদিস ৫০৫০; *সহিহ মুসলিম,* হাদিস ১৯০৩
২৮. সুরা সদ, আয়াত ২৯
২৯. সুরা আলে-ইমরান, আয়াত ১৯১

নারীদের তাফসিরুল কুরআন

সুরা বাকারা

(মাদানি, অর্থ : গাভী, আয়াত : ২৮৬, শব্দ : ৬১১৬, অক্ষর : ২৫৯০০)

সুরার নামকরণ

মুসা আলাইহিস সালামের নবুওয়াতকালের একটি অলৌকিক ঘটনাকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য সুরাটির নাম বাকারা রাখা হয়েছে।

ঘটনাটি ছিল, বনি ইসরাইলের এক ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়। হত্যাকারীকে খুঁজে বের করার জন্য সকলে মুসা আলাইহিস সালামের শরণাপন্ন হয়ে ঘটনার শুরু-শেষ বর্ণনা দেন। এরই প্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা তাঁর নিকট ওহি প্রেরণ করেন। ওহিতে তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়, তারা যেন একটি গাভী জবাই করে তার কিছু অংশ নিয়ে তা দ্বারা মৃত ব্যক্তির শরীরে আঘাত করে। এভাবে আল্লাহর ইচ্ছায় নিহত ব্যক্তিটি জীবিত হয়ে হত্যাকারীর নাম বলে দেয়।

এ ঘটনা দ্বারা আল্লাহর কুদরতের একটি প্রমাণ পাওয়া যায় যে, মহান আল্লাহ মৃত্যুর পর সৃষ্টিকুলকে জীবিত করবেন।[৩০]

---

৩০. *সফওয়াতুত তাফাসির*।

সুরার ফজিলত

হজরত আবু উমামা বাহেলী রাজি. হতে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা সুরা বাকারা পড়ো। কেননা, এটা পড়া বরকতময়, ছেড়ে দেওয়া দুঃখজনক এবং বাতিলপন্থীরা এর উপর অধিকার বিস্তার করতে পারে না। অর্থাৎ এই সুরার পাঠকদের উপর কোনো জাদু কাজ করবে না।[৩১]

হজরত আবু হুরাইরা রাজি. হতে বর্ণিত, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা ঘরকে কবর বানিও না। যে ঘরে সুরা বাকারা পাঠ করা হয়, সে ঘর থেকে শয়তান পলায়ন করে।[৩২]

হজরত সাহাল ইবনে সাদ রাজি. হতে বর্ণিত, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, প্রত্যেকটি জিনিসের একটি চূড়া রয়েছে এবং সুরা বাকারা কুরআনের চূড়া। যে ব্যক্তি রাত্রে তার ঘরে এই সুরা পাঠ করবে, তিন রাত পর্যন্ত শয়তান তার ঘরে প্রবেশ করবে না। আর যে ব্যক্তি দিনে পাঠ করবে, তিন দিন পর্যন্ত শয়তান তার ঘরে প্রবেশ করবে না।[৩৩]

হজরত উসাইদ ইবনে হুজাইর রাজি. বলেন, একদা তিনি রাত্রে সুরা বাকারা পাঠ করছিলেন, তখন তার ঘোড়া তার পাশে বাঁধা ছিল। তৎক্ষণাৎ ঘোড়াটি লাফ দিয়ে উঠল। অতঃপর তিনি চুপ হওয়ামাত্রই ঘোড়া শান্ত হয়ে গেল। তারপর তিনি উক্ত সুরা পড়ামাত্র পুনরায় ঘোড়াটি লাফ দিয়ে উঠল। অতঃপর তিনি চুপ হয়ে গেলে ঘোড়াটি শান্ত হয়ে গেল। অ তঃপর তিনি পুনরায় ওই সুরা পাঠ করলে ঘোড়াটি লাফ দিয়ে উঠল। এরপর তিনি ঘোড়ার কাছে শায়িত পুত্রের বিপদ আশঙ্কাবোধ করে তার নিকট আসলেন। পুত্রকে ধরার পর যখন আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন, তখন তিনি বিচিত্র কিছু দেখলেন। অতঃপর সকালে তিনি এ ঘটনা

---

৩১. *সহিহ মুসলিম,* হাদিস ৮০৪
৩২. *সহিহ মুসলিম,* হাদিস ৭৮০
৩৩. *ইবনে হিব্বান,* হাদিস ৭৮০

নবীজির দরবারে পেশ করলেন। উত্তরে নবীজি বললেন, হে ইবনে হুজাইর, তুমি পড়তে থাকতে। তখন তিনি বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! ঘোড়ার নিকট শয়নরত পুত্র ইয়াহইয়াকে ঘোড়া পদদলিত করবে, এই আশঙ্কায় তার কাছে এসে আকাশের দিকে তাকানো মাত্র দেখলাম, ছায়ার ন্যায় একটি জিনিস, যেখানে অসংখ্য প্রদীপ রয়েছে। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি কি জানো, তা কি? তিনি বললেন, না। উত্তরে নবীজি বললেন, তারা হচ্ছে ফেরেশতা, তোমার আওয়াজের অতি কাছাকাছি এসে ছিল। যদি তুমি পড়া জারি রাখতে, তাহলে সকাল পর্যন্ত লোকেরা তা প্রত্যক্ষ করত এবং তাদের থেকে অদৃশ্য হত না।[৩৪]

হজরত আবু উমামা রাজি. হতে বর্ণিত, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা কুরআন পড়ো। কুরআন তার পাঠকদের জন্য কেয়ামত দিবসে সুপারিশ করবে। দুটি আলোকময় জিনিস—সুরা বাকারা ও আলে-ইমরান পড়ো। কেননা, এ দুটি সুরা কেয়ামত দিবসে দুটি মেঘখণ্ড কিংবা পাখির দুটি ঝাঁকের মতো করে তার পাঠকদের জন্য প্রবল সুপারিশ করবে। তোমরা সুরা বাকারা পড়ো। কেননা, এই সুরা পাঠ করা বরকতময়, বর্জন করা দুঃখজনক এবং বাতিলপন্থীরা তা আয়ত্ত করতে পারবে না।[৩৫]

ওয়াসেলাহ ইবনে আসক্বহ রাজি. হতে বর্ণিত, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আমাকে তাওরাতের পরিবর্তে সাত সুরা প্রদান করা হয়েছে, এবং জবুরের পরিবর্তে মিয়িন তথা সুরা বারাআত প্রদান করা হয়েছে, এবং ইঞ্জিলের পরিবর্তে মাসানি তথা সুরা আনফাল প্রদান করা হয়েছে, আর সুরা মুফাচ্ছাল দ্বারা আমাকে বিশেষ সম্মান প্রদান করা হয়েছে।[৩৬]

---

৩৪. *তাফসিরে ইবনে কাসির*, ১/৪৯

৩৫. *মুসনাদে আহমদ*, হাদিস ২২১৫৭

৩৬. *মুসনাদে আহমদ*, হাদিস ১৭০২৩। উল্লেখ্য যে, মিয়িন, মাসানি ও মোফাচ্ছল—এগুলো কুরআনি সুরার বিভিন্ন শ্রেণিভাগের নামবিশেষ।

এই হাদিসে সাত সুরা বলতে সুরা বাকারা থেকে তাওবা পর্যন্ত বোঝায়। মিয়িন বলতে বোঝায় সে সব সুরাকে, যেগুলোতে একশ বা তার কাছাকাছি আয়াত রয়েছে। সুরা মুফাচ্ছাল বলতে বোঝায়, সুরা হুজরাত থেকে সুরা নাস পর্যন্ত।

হাদিসে উদ্দেশ্য, পূর্বেকার তিনজন নবী তথা মুসা আলাইহিস সালামকে তাওরাত, দাউদ আলাইহিস সালামকে জাবুর এবং ঈসা আলাইহিস সালামকে ইঞ্জিল দিয়ে যেমন বিশাল মর্যাদায় ভূষিত করা হয়েছিল, ঠিক তেমনই কুরআন কারিমের বিভিন্ন সুরা দ্বারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অনন্য মর্যাদা দান করা হয়েছে।

আয়েশা রাজি. হতে বর্ণিত, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি প্রথম সাতটি সুরা আয়ত্ত করে, সে জ্ঞানী লোক।[৩৭]

***

আয়াত, অর্থ ও তাফসির

আয়াত : ১৭৮

﴿يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلٰى ؕ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى ؕ فَمَنْ عُفِيَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَ اَدَآءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ ؕ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ ؕ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ﴾

শব্দার্থ : يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا : হে ঈমানদারগণ! كُتِبَ: বিধিবদ্ধ করা হয়েছে, ফরজ করা হয়েছে। قِصَاصٌ: কেসাস, মৃত্যুদণ্ড আইন। قَتْلٰى : নিহতগণ। اَلْحُرُّ : স্বাধীন ব্যক্তি। عَبْدُ : ক্রীতদাস। اُنْثٰى: নারী। عُفِيَ : ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়, ক্ষমা করা হয়। أَخِيْهِ : তার ভাই। اِتِّبَاعٌ :

৩৭. *মুসনাদে আহমদ,* হাদিস ২৪৫৭৫

অনুসরণ করা। مَعْرُوْفٌ: প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী, সুন্দরভাবে। أَدَاءٌ: পরিশোধ করা। إِحْسَانٌ : দয়া, ভাল ব্যবহার। تَخْفِيفٌ : সহজপন্থা, দণ্ডহ্রাস। اِعْتَدٰى : বাড়াবাড়ি করে। عَذَابٌ : শাস্তি। أَلِيْمٌ : যন্ত্রণাদায়ক, কষ্টদায়ক।

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! তোমাদের জন্য হত্যার ব্যাপারে কেসাসের বিধান লিখে দেওয়া হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তি হত্যা করে থাকলে তার বদলায় ওই স্বাধীন ব্যক্তিকেই হত্যা করা হবে, দাস হত্যাকারী হলে ওই দাসকেই হত্যা করা হবে, আর নারী এই অপরাধ সংঘটিত করলে সেই নারীকে হত্যা করেই এর কেসাস নেওয়া হবে। তবে কোনো হত্যাকারীর সাথে তার ভাই যদি কিছু কোমল ব্যবহার করতে প্রস্তুত হয়, তাহলে প্রচলিত পদ্ধতি অনুযায়ী রক্তপণ দানের ব্যবস্থা হওয়া উচিত এবং সততার সঙ্গে রক্তপণ আদায় করা হত্যাকারীর জন্য অপরিহার্য। এটা তোমাদের রবের পক্ষ থেকে দণ্ডহ্রাস ও অনুগ্রহ। এরপরও যে ব্যক্তি বাড়াবাড়ি করবে তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

আলোচ্য বিষয় : কেসাসের বর্ণনা।

শানে নুজুল

ইবনে আব্বাস রাজি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বনি ইসরাইলের মধ্যে কেসাসের বিধান ছিল, কিন্তু দিয়তের বিধান ছিল না। এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

অর্থাৎ নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের উপর কেসাস ফরজ করা হল; আজাদের বদলে আজাদ এবং দাসের পরিবর্তে দাস, নারীর পরিবর্তে নারী। আর যাকে তার ভাইয়ের পক্ষ হতে কিছুটা ক্ষমা করা হয়, সে যেন উত্তমরূপে তার দিয়ত আদায় করে।

ক্ষমা করার অর্থ এই যে, নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশগণ ইচ্ছাকৃত হত্যার দিয়ত গ্রহণ করবে, আর ক্ষমাকারীগণ আইন মতো চলবে। আর হত্যাকারী উত্তমরূপে দিয়ত আদায় করবে। এটা তোমাদের রবের পক্ষ থেকে ভারলাঘব ও রহমত। কেননা, তোমাদের

পূর্ববর্তীদের উপর কেবল কেসাসই বিধেয় ছিল; দিয়তের বিধান ছিল না।[৩৮]

তাফসির

হে ঈমানদারগণ! কেসাস গ্রহণের সময় অবশ্যই তোমরা ইনসাফের পথ অনুসরণ করবে। কোনো আজাদ ব্যক্তি যদি হত্যা করে, তাহলে আজাদ ব্যক্তিই দণ্ডনীয় হবে। তেমনই কোনো গোলাম হত্যা করলে গোলাম এবং কোনো নারী হত্যা করলে নারীই দণ্ডনীয় হবে। তবে বাদী যদি আসামীকে কিছুটা ছাড় দেয়, হত্যার কেসাস প্রাণদণ্ডের স্থলে যদি অর্থদণ্ডে রাজি হয়ে যায়, তা আসামীর জন্য বাদীর পক্ষ থেকে ক্ষমাপ্রদর্শন বলে গণ্য হবে। তখন আসামীর জন্য উচিত, বাদানুবাদ ও কালবিলম্ব না করে তা আদায় করা। তোমাদের জন্য স্বেচ্ছাকৃত হত্যায় দিয়ত গ্রহণের অনুমতি প্রদান আল্লাহর পক্ষ থেকে উদারতা ও অনুকম্পাপ্রদর্শন বৈ কিছু নয়। কারণ, পূর্ববর্তী উম্মতের জন্য কেসাসই অপরিহার্য ছিল, কেসাস ও দিয়তের ব্যাপারটি ঐচ্ছিক ছিল না। এই ব্যাপারে তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষগণের মতো সীমালঙ্ঘন করো না। তারা আল্লাহ তায়ালার নির্দেশিত দণ্ডবিধিতে রদবদল ঘটিয়েছিল।[৩৯]

আয়াত থেকে প্রমাণিত বিধান

১. হত্যার ক্ষেত্রে কেসাস কার্যকর করা মুমিনদের কর্তব্য। কেসাস হচ্ছে একজনের সাথে যেরূপ আচরণ কেউ করেছে, তার সাথে সেরূপ আচরণ করা। যেমন, হত্যা বা আঘাত। এই কেসাস কার্যকর করা হবে হত্যাকারী ব্যাক্তির উপর। হোক সে পুরুষ কিংবা মহিলা, স্বাধীন কিংবা গোলাম।

২. কেসাস ক্ষমা করার অধিকার একমাত্র নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের হাতে। তাদের সকলের ঐকমত্যে কেসাস নেওয়া হবে। কেউ ভিন্নমত পোষণ করে ক্ষমা করে দিলে আর কেসাস নেওয়া যাবে না, দিয়ত নিতে হবে।

---

৩৮. *সুনানে নাসায়ি*, আবু আবদির রহমান আহমদ বিন শুআইব নাসায়ি, হাদিস ৪৭৮১, আল-মাকতাবাতুত-তিজারিয়াতুল-কুবরা, কায়রো, ১৯৩০

৩৯. *তাফসিরে ইবনে কাসির*

৩. কবিরা গুনাহ করলে ঈমান চলে যায় না। কেননা, এই আয়াতে হত্যাকারীকেও ঈমানদার হিসেবে সম্বোধন করা হয়েছে, অথচ কাউকে হত্যা করা মারাত্মক কবিরা গুনাহ।[৪০]

আয়াত থেকে শিক্ষা

প্রিয় মা ও বোন!

এ আয়াতে পুরুষের পাশাপাশি বিশেষভাবে আপনাদেরকেও সম্বোধন করা হয়েছে। খুব সুন্দর, নরম ও যৌক্তিক ভাষায় ইসলামের আইনের কথা বলা হয়েছে। আমরা আয়াত থেকে শিক্ষা নিতে পারি :

কখনও জুলুম করব না, অন্যায় হত্যা করব না।
ভুল হয়ে গেলে ইসলামের আইন মাথা পেতে নেব।
জুলুমকারী অপর ভাই-বোনকে ক্ষমা করার চেষ্টা করব।
ইসলামের যে কোনো বিধান সুন্দরভাবে সম্পন্ন করব।
সীমালঙ্ঘন কখনও করব না।
ঘটনা-দুর্ঘটনা সবকিছুকে একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছানির্ভর মনে করব।
আল্লাহ আমাদের তাওফিক দান করুন!

***

আয়াত : ১৮৭

﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَ أَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَ عَفَا عَنْكُمْ ۖ فَالْئٰنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَ ابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ ۖ وَ كُلُوْا وَ اشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ

৪০. *তাফসিরে আহমদী*, পৃ. ৬৫-৬৬, মাকতাবায়ে থানভি, দেওবন্দ; *আহকামুল কুরআন–জাসসাস*, জাকারিয়া বুকডিপো, দেওবন্দ, ১/১৬২-১৯৯